দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ...

134

শিক্ষকদের অভাব দূর করুন

দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কতিপয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারী বাজেটে শিক্ষা খাতে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা ছাড়াও দেশের বেশকিছু বেসরকারী স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করেছে। বিগত ১৯৭৭ সালে সরকার এক অধ্যাদেশবলে বাংলাদেশের বেসরকারী কলেজগুলোকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানীর এবং বৃহত্তর জেলার বেশ কয়েকটি কলেজকে জাতীয়করণ তথা সরকারীকরণ করা হয়। কলেজ শিক্ষা জাতীয়করণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কলেজগুলোকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আশা করা হয়েছিল যে, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হবে, শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস অবদমিত হবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা দূর হলেও সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা এবং স্টাফিং প্যাটার্ন অনুসারে কোন কলেজ চলছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সরকারী কলেজগুলোতে স্টাফিং প্যাটার্ন অনেক কলেজের প্রতিটি বিভাগে ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ২ জন প্রভাষক থাকবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে উল্লেখিত স্টাফিং প্যাটার্ন অনেক কলেজেই রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কলেজগুলোতে পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে সিলেবাস সমাপ্ত করা যায় না। এ ছাড়াও সেশনজট, সরকারী ছুটি, ডিগ্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে কলেজ বন্ধ থাকার দরুন শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস কখনোই শেষ করা যায় না।

সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি অনুসারে পিএসসি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি'র পর এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে এক থেকে দুই বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কলেজের আরও কিছু শিক্ষক অবসর গ্রহণ করে এবং ইতোমধ্যে আরও কিছু শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে যায়।

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে এই মর্মে একটি বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের সরকারী কলেজগুলোতে তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষকের অভাব রয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ আছে যে, কলেজসমূহের শূন্য পদের বিপরীতে কোন নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য পদ অবমুক্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রস্তাবিত পদ সৃষ্টি না করার দরুন সারাদেশে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে, গত বছর সরকারী কলেজের জন্য ১৭শ' প্রভাষক নিয়োগের জন্য ষোড়শ স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ১০ম বিসিএস-এর মাধ্যমে এক হাজার আট শ' বত্রিশ জন প্রভাষক নিয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সরকারী কলেজে কতজন প্রভাষক নিয়োগ করা হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

দেশের সরকারী কলেজগুলোর অবস্থা এখন সঙ্কটজনক বলেই পর্যবেক্ষক মহল সবিনয়ে কলেজের শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য বর্তমান সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে। একথা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নানা জটিলতা ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কার্যক্রম অবনতির দিকে যাচ্ছে। জাতিকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া একান্ত আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। সে কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কার্যক্রমের সামনের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করা জাতীয় কর্তব্য ও আদর্শ বলে সকলের গ্রহণ করা দরকার।